10

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JAN 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

'পোষ্য'দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ১৫ জন 'পোষ্য'কে ভর্তির অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকরা। তারা এ ব্যাপারে উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বলেছেন, 'ন্যূনতম' একটা নম্বর পেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–কর্মচারীদের 'পোষ্য'দের ভর্তি করে নেয়ার কোন কথা কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তে লেখা নেই। তারা বলেছেন বিদ্যমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এভাবে প্রতিযোগিতা থেকে রেহাই দিয়ে ছাত্রছাত্রী নেয়া হলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় শিক্ষার মান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। একটি পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকরা ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির অযোগ্য ঘোষণা করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ ১৫ জন 'পোষ্য'কে বিশেষ বিবেচনায় ভর্তি করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকদের অভিনন্দন জানাতে হয় তাদের শিক্ষকোচিত ভূমিকা গ্রহণের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'ছাড়' দেয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার 'সুফল' পরবর্তীতে এই শিক্ষকরাও পেতে পারতেন। তারা ওটা ভাবেননি। না ভেবে বলা যায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আমাদের মনে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধরনের ঘটনা নিয়ে হৈচৈ হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত এরকম নিয়ম আছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–কর্মচারীদের 'পোষ্য'রা লিখিত পরীক্ষায় কেবল উত্তীর্ণ হতে পারলেই ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শর্তটি একসময় আরও সহজ ছিল; পরীক্ষায় অংশ নিলেই 'পোষ্য'রা ভর্তি হতে পারতো। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াটা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য কত কঠিন হয়ে পড়েছে ভুক্তভোগী ছাড়াও সকলেই তা কমবেশি জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াটা দিন দিন কঠিন হয়ে ওঠায় এ নিয়ে কোথাও কোথাও দুর্নীতিও ডালপালা মেলছে বলে খবর পাওয়া যায়।

'পোষ্য'দের ভর্তি করার ব্যাপারে যে 'ছাড়' রয়েছে, তা নিয়ে পত্রপত্রিকায় একসময় কিছু কিছু লেখালেখি হয়েছিল। তা থেকে সংশ্লিষ্ট মহল যে খুব একটা শিক্ষা নিয়েছেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আচরণ তার প্রমাণ দেয় না। আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–কর্মচারীর পোষ্যদের যোগ্যতা–অযোগ্যতা নির্বিশেষে প্রতিযোগিতার বাইরে ভর্তি হয়ে যেতে পাবার অন্যায় সুবিধাটি আর চলতে দেয়া যায় না। সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে এ ধরনের 'বিধান' কিংবা 'নির্দেশ' থেকে থাকলে তা বাতিল করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–কর্মচারীর 'পোষ্য' বলে বিনা প্রতিযোগিতায় ভর্তি হয়ে যাবো, বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে ঘর বানিয়ে, জমি দখল করে বস্তি ভাড়া দিয়ে মনের সুখে বসবাস করবো– এগুলো কোন কাজের কথা নয়।